সূদ হারাম

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"সূদ হারাম"**। পবিত্র কোরআন ও রাসূল সা: এর হাদিসে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, সূদ হারাম। কোরআনে 'রিবা' ربا অর্থ সূদ।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

১। মানুষের অর্থ-সম্পদে বৃদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি করে না।

وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِى أَمْوَالِ اَلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اَللهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اَللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ اَلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আলাহর দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না । কিন্তু আলাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী । সূরা রুম ৩০ঃ ৩৯

২। তাছাড়া তাদের (ইহুদিদের) সূদ গ্রহণের (যা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল) কারণে, আমরা কাফিরদের (ইহুদী ও মুশরিক) জন্যে তৈরি করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব।

وَأَخْذِهِمُ اَلرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ بِاَلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴿١٦١﴾

এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য । তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি । সূরা আন নিসা ৪ঃ ১৬১

৩। হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা সূদ খেয়ো না ক্রমবর্ধমান (চক্রবৃদ্ধি) হারে।

يَآ أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ اَلرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاَتَّقُواْ اَللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

To learn more click here

হে মু'মিনগণ ! তোমরা সুদ খাইও না ক্রমবর্ধমান এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার । সূরা আলে ইমরান ৩ঃ ১৩০

৪। <u>আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সূদকে করেছেন হারাম।</u>

اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ اَلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنَ اَلْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا اَلْبَيْعُ مِثْلُ اَلرِّبَا وَأَحَلَّ اَللَّهُ اَلْبَيْعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبَا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اَللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰئِكَ أَصْحَابُ اَلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

যাহারা সুদ খায় তাহারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াইবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে । ইহা এইজন্য যে, তাহারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতই ।' অথচ আলাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন । যাহার নিকট তাহার প্রতিপালকের উপদেশ আসিয়াছে এবং সে বিরত হইয়াছে, তবে অতীতে যাহা হইয়াছে তাহা তাহারই; এবং তাহার ব্যাপার আলাহ্র ইখ্তিয়ারে । আর যাহারা পুনরায় আরম্ভ করিবে তাহারাই দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে । সূরা বাকারা ২ঃ ২৭৫

৫। <u>আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং বৃদ্ধি ও বিকাশ করেন সদাকা (যাকাত ও দান) কে।</u>

يَمْحَقُ اَللَّهُ اَلرِّبَا وَيُرْبِى اَلصَّدَقَاتِ وَاَللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

আলাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন । আলাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না । সূরা বাকারা ২ঃ ২৭৬

৬। <u>তোমাদের যে সূদ পাওনা (বাকি) রয়েছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।</u>

يٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ اَتَّقُواْ اَللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ اَلرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যাহা আছে তাহা ছাড়িয়া দাও যদি তোমরা মু'মিন হও । সূরা বাকারা ২ঃ ২৭৮

৭। <u>যদি তোমরা সূদ পরিত্যাগ না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা গ্রহণ করো।</u>

To learn more click here

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

যদি তোমরা না ছাড় তবে আলাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও । কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই । ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না এবং অত্যাচারিতও হইবে না । সূরা বাকারা ২ঃ ২৭৯

<u>সূদ হারাম ঘোষণা সংক্রান্ত হাদীস:</u>

১। আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত রাসূল সা: বলেছেন, সাতটি মারাত্মক বিষয়ে তোমরা বিরত থাকো। সাহাবীরা প্রশ্ন করলো, সে সাতটি কি? তিনি বললেন: ১। আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, ২। যাদু-টোনা, ৩। আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা, ৪। সূদ খাওয়া, ৫। এতিমের সম্পদ গ্রাস করা, ৬। আল্লাহর পথে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা, ৭। কোন পবিত্র, নির্দোষ, মু'মিন মহিলার উপর অসত্য অশ্লীলতার দোষারোপ করা। (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

২। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা: হতে বর্ণিত রাসূল সা: বলেছেন, অভিশাপ ঐ সমস্ত লোকের উপর যারা: ১। সূদ গ্রহণ করে, ২। সূদ দাবি করে, ৩। যে সূদের দলিল লেখে, ৪। যারা দলিলে (সুদী কারবারের) স্বাক্ষর করে। তিনি বলেন, তারা সকলেই সমভাবে পাপ কাজে লিপ্ত হলো। (মুসলিম, তিরমিজি, আহমদ)

৩। আবু হুরায়রা রা: হতে বর্ণিত রাসূল সা: বলেছেন, সূদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসান)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা সূদের জুলুম, অপকারিতা, নির্মমতা, সমাজ বিধ্বংসী এই কারণ হতে নিজেকে বাঁচার এবং অন্যকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি। বর্তমান বিশ্বের অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়নের একটা অন্যতম হাতিয়ার হলো সুদী কারবার।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সূদমুক্ত একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার তৌফিক দান করুন। আমাদের অপারগতার জন্য আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের তওবা কবুল করুন। আমাদেরকে ঈমানী শক্তি, সাহস, প্রজ্ঞা, ও হিকমা দান করুন যাতে আমরা আপনার বিধান ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কায়েম করতে পারি।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here